IN BRIEF

COVID UPDATE

IN INDIA

CONFIRMED : 23,248

DEATH: 211

ACCINATED: 5.793.055

WEST BENGAL

CONFIRMED: 678

DEATH: 10

ACCINATED: 300,763

Lal Bahadur Shastri (Srivastava)

Lal Bahadur Srivastava was born on 2nd October,1904 Mughalsarai (Agra). He pro moted the White Revolu tion (national campaign to increase the production and supply of milk) by support ing the Amul milk co-opera ive of Anand in Gujarat an created the National Dairy Development Board. P2

Rhea Chakraborty return to the big screen

We are going to see Rhea Chakraborty, the main ac cused in Sushant Singl Rajput's death case, in the ame picture with Amitabl Bachchan and Emraai Hashmi in Chehre. Rhe will be seen playing an important role in this mo e which will release on

Weather Forecast



Kolkata, West begal

SUNDA Scattered Thunderston

Temperature - 29°C Precipitation - 60% Humidy - 89% Wind - 11 km/h

Independence Day celebrations at Brainware University Why are the Tokyo Olympics



'I learnt a lot at Brainware'



Prapti: Good afternoon. I hope you are doing well. Debkanya: Good after-noon. I am doing good.

P: I have a few qu regarding your ence with Brainwa

of my senior colleagues (I was working at the time) referred to Brainware University. He also advised me to have a look at the website of the university. After checking the website, I had a discussion with the counselor and there I got to know that Brainware University is offering the course for professionals as well. It was fulfilling all the criteria, and seeing this, I did not think twice and took admission.

Deblanya: In terms of ex-perience and exploration, of course, these two modes are different than each oth-er. The direct interaction that we used to have with our faculties in the offline mode was way better. But online classes made us learn more. For example, we became more techno-logically sound and used software that was new to us. That practical labs can be conducted online was to-latly a new concept, but the

India's most successful?

Rahul Mondal

The Indian flag fluttered at the Olympic Games after 13 years. Our ablate was on top of the victory stand and we heard the National Anthem after a long wait of 13 years.

The current golden boy of India, Neeraj Chopra, had made it possible. Apart from that, India won six more medals in different disciplines like weightlifting, boxing, hockey, badminton and wrestling. Our Olympic journey began this year with Mirabai Chanu's silver and ended with Neeraj's gold, making the Tokyo Olympics the most successiful one for India ever with 7 medals.

In addition, there are still many other golden moments that remain underrated because they do not receive appreciation from the general public. So what were those moments that made the Olympics successful?

The Olympics is a world-

successful?

The Olympics is a world-class event. Athletes from all over the world compete in these games, so making it to this platform is also rewarding. This year, India sent a large contingent to the Olympics. Even in this adverse pandemic situation, India managed to reach 127 athletes, in hockey, India was king, India won eight gold medals in a row between 1920 and 1980. However, after that, India failed to win a single medal at the Olympics. After 41 years, the Indian men's hockey team has again raised hopes by winning a bronze medal.

Speaking of hockey, we should mention that the women's hockey team has also done well. Cricket has always been more discussed or watched in India than any other sport. But the day the Indian women's hockey team the fact team was getting ready to face England. Even then, women's hockey was trending at number 1. Cricket was in third place.

Have you ever heard the word "fencing"? The majority will be shocked to learn that this type of game is played in



the Olympics. CA Bhawani Devi introduced us to this amazing sport by winning her first match and making it into

the second round.

In our school, we have played discus throw. This was not included in any discussion in India, as no one considered this to be a professional sport. By reaching the finals of the event, Kamalpreet Kaur changed everyone's perspective.

tive.

Golf is a game we are familiar with. Our golfer Aditi Ashok was only 2 shots behind a medallist. Due to her world ranking of 200 before the Olympics, she was often judged and trolled. After becoming fourth in the Tokyo Olympics, she now ranks fourth in the world.

In the badminton men's

doubles, only Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy defeated the gold medallist in the group stage. Deepak Punia pulled off an incredible move against the Chinese to reach the semifinals but missed the bronze by a whisker.

bronze by a winsker.

Medals alone cannot honour these moments and efforts. Appreciation and encouragement are essential. By wishing them success, we can motivate them, so that they can perform better in upcoming tournaments. Ultimately, everything isn't about medals, it's about change. Are all these achievements less than winning a medal? By following their hard work and efforts, we, too, can inspire ourselves. And we should understand that quitting won't help, but facing prolems will.

শব্দের যাদুকর: গুলজার সাহাব

মৌসুমী দাস

বাঁস তেবা নাম হী মকমাল হে ইসসে বেহতর ভী নজম কেয়া হোগী হসসে বেহতর ভা নভাম কেয়া হোগা"
জভাজারের লেখা এই পদ্ধতি গুলোই
তাকে ব্যাখা করার জন্ম ঘথেষ্ট। সদ্য
৮৭ বছরে পা দেওয়া গুলভার বলিউডের একজন অন্যতম বহুমুখী প্রতিভার মানুষ। একেধারে তিনি কবি, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার, লেখক, পরিচালক। তবে তাকে যাদুক পারটাপ্ট। ওবে ওাঝে বাসুথর, বললেও খুব একটা ভুল হবে না। তার শব্দের যাদুতে আমরা সবাই মোহিত। গুলজারের লেখাগুলো থেকেই সাহিত্য, কবিতা এবং সিনেমার উপর তার ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়

গুলজারের লেখা প্রত্যেকটি গানের কথা প্রেম এবং জীবনের গানের কথা প্রেম এবং জীবনের আলাদা আলাদা মুহুর্তের সাথে মিশে আছে ''আনন্দা' সিনেমার সেই ভায়-লগটা মনে আছে তো, ''বারু মশাই, জিন্দেগি বড়ি হোনি চাহিয়ে লফি নেহি'' গুলজারের লেখা এই শব্দগুলে লা অজ্যুন্তেই আমাদের জীবনের বাস্তব হয়ে দাঁডিয়েছে

হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রখ্যাত এই কবি, সুরকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক ১৯৩৪ সালের ১৮ আপস্ট অবিভক্ত ভারতে দিনার বেলুম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ভারত বিড-ক্তির পর সপরিবারে তিনি ভারতে চলে আসেন। স্কলে পড়াকালীন

অন্সেদ। কুলো গড়াবালাদ রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুবাদ পড়ে তার লেখার প্রতি আগহ জন্মায়। সম্পূরন সিং কালরা, যিনি আমাদের কাছে াসং কালরা, ।বাদ আমাদের কাছে গুলজার নামে জনপ্রিয়। তার এই নামের পিছনেও আছে এক রহস্য। তার বাবা গুলজারের লেখালিখি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই তিনি গুলজা দীনভি এবং পরে কেবল গুলজার নামে

্লাখতে থাকেন।
সম্পূরন সিং কালরা থেকে
ওলজারের যাত্রা কোনো সিন্দোর
থেকে কিছু কম নয়। প্রথম জীবনে
মুম্বাইয়ে মোটর মেকানিক হিসেবেও
কাজ করলেও



তার পড়ালেখার অভ্যাস এবং লেখার ঠাকরভক্ত হওয়ায় একজন উর্দ লেখব হওয়া সত্তেও তার কাজের মধে বাঙালিয়ানার ছাপ পাওয়া যায়। বলিউডে তার যাত্রা ভরু

বাগভঁচতে তার যাত্রা শুক্র ১৯৬৩ সালে বিমল রায়ে পরিক্র লত চগচিত্র "বদিনী"তে গীতিকার হিসেবে। এই চগচিত্রে তার তৈরি সং-গীত নমোরা গোরা অফ কেইলে। এই চলচিত্রের সংগীত পরিচাগক ছিলেন এস. ভি. বরমন। তার তৈরি প্রথম গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে
"রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই"। বিমল
রায়ও ঠিক তেমনি গুলজারের মতো রত্নের মূল্য বুঝে তার চলচ্চিত্র কাবুলিওয়ালাতে সহ পরিচালক হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেন। এই চলচ্চিত্রের জন্যও গুলজার একটি গান

গুলজার গান ছাডাও অনেব চলচ্চিত্রের জন্য গল্প, চিত্রনাট্য এব সংলাপও লিখেছেন। কবিতা, গান সংলাপত লিখেছেন। কাবতা, গান, চলচ্চিত্র পরিচালনা বা সংলাপ লেখার ক্ষেত্রে গুধুমাত্র তিনি যে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তাই নয় লেখনীর মান কেমন হওয়া উচিত তা ভবিষ্যত লেখকদের শিখিয়ে দিয়ে

গুলজার মনে করতেন সিনেমার গুলভার মনে পরতেশ । লালেনার একটা আলাদা ভাষা আছে যা নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে। সেই সময়কার প্রখ্যাত বাঙ্জলি পরিচালক হ্রষিকেশ মুখার্জির সঙ্গে তিনি আন্তর্ হাবদেশ মুখ্যাজর সঙ্গে তিন অনেক চলচ্চিত্র কাজ করেন। তার মধ্যে আছে
ভ্যানদদ'', "ভডিছা' 'বাবর্টি' "ফুপকে
চুপকে''। গুলজার ১৯৬৮ সালে
ভ্যানির্বাদ' চলচ্চিত্র সংলাপ এবা
দানের কথা লিখেছিলেন। গুলজারের
লেখা গানের কথা এবং কবিতাগুলি
অশোক কুমারের চরিত্রটিকে আবেও ভাবে ফটিয়ে তলেছিল। এই

ভূমিকার জন্য অশোক কুমার ফিলুফে-য়ার এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন। গুলজারের গানের কথা অবশ্য ১৯৬৯ সালের "খামোশী" পর্যন্ত খুব বেশি মনোযোগ পায়নি, যেখানে ধুব বেশি মনোযোগ পার্যনি, যেখানে তার গান "হামনে দেখা হ্যায় আঁথো কি মেহখতি খুপন্ম" জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালের চলচ্চিত্র "ভডিড" রর জন্য, তিনি দৃটি গান লিখেছিলেন । মধ্যে "হামকো মন কি শক্তি দোনা" একটি প্রার্থনা সংগীত যা এখনও চারতের অনেক স্কুলে গাওয়া হয়।

রাহুল দেব বর্মন এবং গুলজার একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তারা

হে" বানিয়েছেন। যা বেশ জনপ্রিয়। গুলজারের শব্দ সবসময়

ভণজারের শব্দ সবসসায়
মানুষের মনে একটা আলাদা জারগা
করে নেয়। তিনি সব বরসের সব
প্রজন্মের জন্য গান সৃষ্টি করেছেন।
ভলজার অভিনয় জগতে সক্রিম না
ফলও "পৃত্ব প্রবেশ" চলচ্চিত্রের নিজের
তৈরি একটি গানে তাকে দেখতে পাওয়া যায় । সংগীত আমাদের জীবনের

শূণ্যতাকে ভরে তোলে। গুণজার বলি-উভের একমাত্র এমন গীতিকার যিনি সাদা কালো চলচ্চিত্র যুগের বিশিষ্ট সং-গীত প্রিচালক এস ডি বর্মন, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে স্বর্ণযুগের আর ডি বর্মন, লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল এবং এখনকার এ আর রহমান, বিশাল ভরদ্বাজের সঙ্গেও কাজ

'পিক্টোরিয়াল ওয়ার্ড''বা "চিত্রমলক শব্দ " বলে একটা শব্দ

আছে। গুলজারের লেখা গানের শব এর সবথেকে বড় প্রমাণ। কোনো ছবি বা ঘটনাকে তিনি শব্দের মাধ্যমে এমন-ভাবে ব্যাখ্যা করেন যা আমরা চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। শব্দ নিয়ে খেলা ছাড়াও গুলজার বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। বিমল রায়ের সাথে

কাটানো মূল্যবান সময়ের হয়তো গুলজার পরিচালিত হয়তো গুলজার পারচালত চলচ্চিত্রজ্ঞচিতে বেশ ম্যাচিউরিটি এবং গভীরতা লক্ষ করা যায়। তার এই লচ্চিত্র পরিচালনার সফর ওরু হয় ১৯৭১ এ "মেরে আপনে" ছবি দিয়ে। ছবিটি ছিল তপন সিনহার বাংলা ছবি "আপনজন"এর রিমেক। বাংলা ছাব 'আপশঞ্জন'এর ারমেক। আনন্দী দেবীর মুখ্য ভূমিকায় অ-ভনায় করেছেন মীনা কুমারী। বক্স অফিসে এই চলচ্চিত্রের সাফল্যের পর গুলজারের চলচ্চিত্র পরিচালনার পর ওলারের চলচিত্র পরিচালনার সফর এগিয়ে চলে 'কসিসা', 'আচান-ক', 'পরিচয়', 'খুলসু', 'আচি', 'মৌসম'', ''কিনারা'', ''আজর', 'নামকিন', ''ফুলিকন', 'ইজাজাত', ''মাচিশ', ''ছ ডু ডু''র হাত ধরে। তার এইসব অসামান কাজের জনা তিনি অনেক জাতীয় চলচ্চিত্র

পুরস্কার, ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড, আন্ত র্জাতিক পুরস্কার অর্জনের পাশাপাশি আমাদের মনকেও জয় করে নিয়েছেন "স্লামডগ মিলিয়নিয়ার" চলচ্চিত্রে গুজারের সৃষ্টি গান "জয় হো" অস্কার এবং র্গামি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। এবং গ্যাম আওরাও অজন করে। সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার থেকে শুরু করে পশ্বভূষণ এমনকি দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ডও পান তিনি। গুলজারকে নিয়ে কথা বলতে

ভুগজারকে। নরে কথা বপতে জরু করলে কোথার থামতে হবে ভা জানা নেই । কিন্তু আজ এই অব-ধই। গুলজারের ৮৭ বছরের জন্মদিন আমাদের ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া সায়েন্স এন্ড জার্নালিজম বিভাগের তরফ থেকে জানাই আন্তরিব শব্দের জাদকর।

ugc ব্রনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় PCI+BCI বিশ্ববিদ্যালয়

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং CSE-ME-FE-ECF-CE

© 84201 97213 / 80138 81814

© 89102 55909 / 89104 94069

10+2 পরীক্ষার্থী?

পছন্দমত কোর্স বেছে নিয়ে ভর্তি হওয়ার এখনই সঠিক সময়

কোধায় ভর্তি হবে, কী বিষয় নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবে, কবে ক্লাস ভরু হবে…এই সব অনিশ্চয়ভার মধ্যে না থেকে ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সগুলি থেকে বেছে নাও তোমার পছন্দমত কোর্স। এবছরও ২০২০-এর মতই অগস্ট মাসে ক্লাস শুরু হবে যাতে একটি দিনও পড়াশোনার ক্ষতি না হয়।

LAW LLM [Master of Laws] | BBA LLB | LLB | BCI Approved

MANAGEMENT & COMMERCE

MULTIMEDIA & FILM STUDIES

BSc [H] / MSc; Animation & Multimedia • Media Science & Journalism

BIOTECHNOLOGY ▶ BSc [H] Biotechnology | MSc Microbiology | BSc [H] Agriculture

COMPUTATIONAL SCIENCE & ENGINEERING BSc [H] / MSc: Advanced Networking & Cyber Security
BTech CSE: Artificial Intelligence • Data Science
BCA | MSc Mathematics | Diologna : CSE • EE • ME • ECE • CE

ALLIED HEALTH & PHARMACY [PCI Approved]

BPharm • DPharm • BSc: Physician Assistant • MI.T • MRIT • OTT • CCT
Bachelor of Optometry [BOPTM] | Bachelor of Physiotherapy

২০২০ বিদায়ী ব্যাচের ৯৭%প্লেসড্ ২০২১ ব্যাচের ৪৫৭ ছাত্র-ছাত্রী ইতিমধ্যেই প্লেসড্

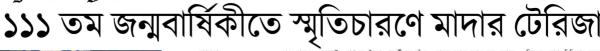
ভৰ্তি চলছে। অনলাইন এবং অফলাইন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস (বারাসাত) 79984 40684 • কলকাতা 84201 97209 ना **एकना** 75950 86938 / 97484 03095 | 🖻 brainwarau

অপেক্ষার বাস

তানিশ মুখার্জি আমার ঘর যেথা রইন আমি অপেক্ষার বাস রাত্রি আমার সঙ্গী হয়ে জাগায বারো মাস

দিকভান্ত এই স্বপ্নগুলো অবান্তরে চাই, ইচ্ছেগুলো মন খারাপে জড়িয়ে গেছে প্রায় কেউ ডাক দিলনা আজও আমায় ভাগ দিল না সুখের, নিজের সাথেই লড়ছি আমি

যুদ্ধ চলছে বুকে।





মা বলতে আমরা বঝি সবচেয়ে নিরাপদ ও সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য একটি আশ্রয়। মা শব্দটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে মমতাময়ী একজন মানুষ। আর তেমনি প্রকৃত মা হলেন মাদার টেরিজা যিনি গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে মা বলে পরিচিত। নাম-যশ-অর্থ-খ্যাতির লোভে নয়, প্রভূ যীন্তর বাণী বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে এবং তাঁর পদান্ধ অনুসরণ করবেন বলেই নিজের সুখ-শখ বিসর্জন দিয়ে জীবন দিয়েছেন পরের সেবায়। হত দরিদ্র মানুষের কাছে তিনি ছিলেন আশার লো। যে সমুস্ত শিলু জনোর পরেট মাত-পরিত্যক্ত, কিংবা প্রতিবন্ধী হওয়ায় সমাজের কাছে, পরিবারের কাছে যারা বোঝা, তাঁদের তিনি অনায়াসে কোলে

বানিয়ার স্কোপজে-তে এক অভিজাত পরিবারে জনা নিয়েছিলেন

গন্ধব্রহা বোজাক্সহিউ। মার ১৮ বছর বয়সে স্বপ্নে গ্রন্থ যীতর আদেশ পেয়ে তিনি সংসাব ত্যাগ কবে যোগ দেন

এরপর ১৯২৯ সালে তিনি কলকাতার সেন্ট, মেরিস হাই স্কলে ভগে-লি ও ইতিহাস পড়ান। তবে শিক্ষকতা নয় মাদার টেরেসার

ভারতে আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমাজসেবা। এই সমাজসেবা তাঁকে আজ অমর করে রেখেছে। ১৯৩১ সালের ২৪ মে তিনি সন্থাসিনী হিসাবে প্রথম শপথ নেন। সন্মাস গ্রহণের সময়েই তাঁর অবশ্য সন্মাস গ্রহণের জন্য চূড়ান্ত শপথ নিতে হয়েছিল। সেই শপথ অবশ্য তিনি নিয়েছিলেন ১৯৩৭ সালের ১৪ মে পূর্ব কলকাতার একটি লোরেটো

কনভেন্ট স্কলে পড়ানোর সময়। মধ্যে ধর্ম প্রচার করা শুর" করেন। সেই সময়েই তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ

পোপের অনুমতি নিয়ে তিনি সেই সময়ে কলকাতার ১৪নং ক্রিক লেনের একটি ছোট ঘরকে কেন্দ্র করে মানব সেবার কাজ গুর" করেন। প্রথম দিকে জাঁব দিনগুলো বেশ কাইব মাধ্য কাটলেও পরে আন্তে আন্তে সবটাই তাঁর অভ্যাস হয়ে যায়।

হয়েছে তাকে।১৯৫০ সালের অক্টোবরে তিনি, ডায়োসিসান ধর্মপ্রচারকদের সংঘ নামক এক চ্যারিটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে কলকাতায় মাত্র ১৩ জন সদস্য নিয়ে এই <u>ज्ञाविदित याता</u> क्व" इत्यहिन। ানে এর অধীনে ৪,০০০ বেশি সন্মাসিনী কাজ করছেন। চ্যারিটির অধীনে অনাথ ও এইডস আক্রান্তদের প র্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাপী শরণার্থী, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, বয়স্ক,

১৯৭৯ সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। ১৯৮০ সালে তিনি ভারতের সর্বো"চ পুরস্কারভভারতরত্ত্বে

মাদকাসক দবিদ্য বসতিহীন এবং বনা

দুর্ভিক্ষ বা মহামারিতে আক্রান্ত মানুষের

সেবায় এই চ্যারিটির সবাই কাজ করেন।

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে তাঁর এই চ্যারিটি

পুরস্কার পেয়েছেন।তাঁর মৃত্যুর অনেব বছর পর তাঁর কাজের জন্য ২০১৬ সালে মাদার টেরেজাকে_ওসম্ভ হিসাবে ভূষিত কবেন। ১৯৮৩ সালে বোম সফবেব সময় তঁর প্রথম হার্ট অ্যাটাক হয়। শ্বীতিয় বার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর তাঁর দেহে পেসমেকার স্থাপন করা হয়। এরপর তিনি নিউমেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় হৃদরোগের আরও অবনতি ঘটে। ১৯৯৭ সালের ১৩ মার্চ মিশনাবিজ অফ চ্যাবিটির প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। বহুদিন শারীরিক অসুস্থ থাকার পর ১৯৯৭ সারে লর ৫ সেপ্টেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন

তার মত্যুর পরে কেটে গেছে ২২টা বছর, তবে মানুষের জন্য

নির্দশন স্থাপন করেছে বলা যেতে পারে।
শান্তিপুর শহর বাস ও
রেল যোগাযোগের মাধ্যমে রাজা রাজাধানী
কলকাতা ও জেলা সদর কৃষ্ণাগরে সাথে যুক্ত। কলকাতা হতে শান্তিপুরের ওপর দিয়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অভিক্রম

ওপর দিয়ে ৩৪ নং জাতায় সভুক আত্তমন করেছে। রেলপথে শিয়ালদহ রেলওয়ে টেটশন হতে সরাসরি শান্তিপুর বিদ্যুৎচালি লত ট্রেনের মাধ্যমে সংযুক্ত। অতীতে শান্তিপুর - কৃষ্ণনপর - নবন্ধীপ ঘাট ন্যারো গেজ রেলপথ ছিল। অধুনা তা ব্রভ গেজে কপান্তবিক হারাজ।

নাত মুখ্য - ত্থান বি নারে।
গেজ রেলপথ ছিল। অধুনা তা ব্রড গেজে
রূপান্তরিত হয়েছে।
শান্তিপুরে গাজী মহম্মদ ইয়ার খাঁ নির্মিত তোপখানা মসজিদ

বিখ্যাত। এর গমুজ ও মিনার এখনো অক্ষত আছে। দানবীর বলে খ্যাত

অক্ষত আছে। শাশবার বলা ব্যাত শরিরংসাহেব নতুনহাট এলাকার ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি মসজিদ ও একট অতিথি

ব্রিগ্রেপে একটি মসাজদ ও একটি আতাথ শালা নির্মাণ করেন। ভাকঘর-পাড়ায় দুশো বছরেরও প্রাচীন একটি মসজিদ এবং তার পাশে ফকির তোপসেনিয়ার

The veil of mystery still shrouds Shastri's death

Lal Bahadur Srivastava was born on October 2,1904, at Mughal

He promoted the White Revolution (national campaign to increase the production and supply of milk) by supporting Amul milk coope Anand in Gujarat and created the National Dairy Development Board.

title to Shastri in protest against the caste system, when he was only 12. When he was 16 years old, he joined the Satyagraha

Kumaraswami Kamaraj decided who would stand from the Indi an National Congress (INC), for the post of Prime Minister and he chose Lal Bahadur Shastri as

the President, politically. Shastri died under mysterious circumstances on January 11 1966, at Taskent, Uzbekistan the age of 61. The Indo - Paki stan war formally ended with the Tashkent Agreement on January 10, 1966; he died the following day in Tashkent. It was report ed to be a cardiac arrest, but his family was not satisfied with the proffered reason. Ivan Benediktvo was the Rus

sian ambassador at that time

His cook was Jaan Mo hammad. On the night before Shastri died, Muhammad had given him milk. After drinking that he suddenly fell sick.

His thermos and the doctor's diary went missing after his death.After the death of Shastri, Jaan Mohammad and Shastri's servant Ram Nath were arrested by Ahmed Sattarov (of the KGB), for "poisoning the Prime Minister

Shastri had two heart

#Who Killed Shastri Lal Bhadur Shastri

The DIG of Russia appro DMs stay in a Tourist Hotel. Usually PMs are kept in 3 star hotels, but Shastri was kept in a dacha. Sahay Kapoor Sharma was the one who called doctor

was the one who called doctor Dr Chug that night. He gave In-tromascular injections. Shastri was not given oxygen, which is very necessary for a heart patient.

heart patient.

Intravenous injections are given when the body needs to digest the drug quickly. But Shastri was given an intramuscular injection. The leader of the Opposition at that time, Atal Bihari Vajpayee, appealed for Shastris autopsy, but his plea was ionored.

ignored.
Gregory Douglas's Conversation with the Crow reveals that CIA officer Robert Crown ey said after Shastri's death, sawed the world by killing the 'Joker,' referring to Homi J. Bhabha, considered the father of India's nuclear science who was close to Shastri.

The A-1 plane carrying Rhabba v when it crashed. Bhabha's and

the 116 other bodies were not

Shastri died around 1.30 am, on January 11. Dr E.G.Yeremenko did not sign the death report. But he was the first person to visit Shastri's body. The

death report. But he was the first person to visit Shastri's body. The doctor's diary, and Shastri's diary, were not found after his death. Reports attributed the death to myocardial reasons. Two death reports were made on Shastri, one was kept by Russia and the other sent to India. The two reports had the mames of different diseases one report said he was given potassium chloride and the other mentioned calcium chloride. K.R. Malkani's book Indian Politics gives these details. But Russia told India that information in the reports was exactly the same. The time difference between the Indian and Soviet reports was three days. The Indian report was signed by six doctors, except Dr Shamir Javir and Dr Yeremenko.

On February 16, 1966, external

not available

Kuldeep Nayyar, a veteran jou nalist, said in an interview, tha someone had locked the door of

stri's dacha that night. Shastri's son, Anil Shastri, said in an interview that his father's body was completely bluish when they received it. When they consulted two American doctors, they came to know that it is possible only if it was snake bite or poison. Shastri had many cut marks on his body.

When Shastri was in Russia, he was under pre to sign the the Tashkent Agree

his wife, the day before he died his wife Lalita refused to talk to him because he had signed the Tashkent Agreement. At that time he had told his son that he would be taking a man with him and the country would be sur prised to see him

"Could that person have been Netaji Subhas Chan-

Vissile Nikitch Mitrokhin wrote a book to explicitly accuse the KGB of giving money to Indira Gandhi and several news outlets.

There were two eyewitnesses in the Lal Baha dur Shastri case. Dr Chugh and Ram Nath. Two witnesses died in a car accident shortly after his death. An attempt was made to kill Ram Nath once earlier

The full report of the Shah Commission that probed Shastri's death is still un The full report of the Shah Com mission is still unknown to the general public. The main goal of which was why it was necessary to call a state of emergency in

শ্রীধাম শান্তিপুর ভ্রমণ



শেয়া কংসবনিক

শ্রেমা কংসবালক প্রশাস কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান করে আগ্রহী হয়ে থাকেল তবে , এই ছেট্ট পরবাহিতে একবারের জন্ম যুরে আসতেই পারের । করি আসতেই পারের । করি নির্বাচন করা যুরে আসতেই আসতেই আসতেই আসতেই আসতেই আসতেই আসতেই করি কর্মান বার্মান হার্মান হার্মান করের প্রাচীন এই কন্মণন বার্মান হার্মান করের প্রাচীন এই কন্মণন বার্মান করের প্রাচীন প্রকাশ কর্মান ক্রামান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক

পোৰানী তাঁৱত শুডিমন্দির রয়েছে শন্তি
পূরে।

শান্তিপুর বিশাত
আরও একটা কারনে সোচি হলা রাখনে
আয়া আপং প্রদিক। বহুগালাকী বাড়ি
সহ বিভিন্ন পোৰামী বাড়ি ও পোকুদাহালাক বাড়ি কালাকী বাড়ি ও
পোর বাড়ি বাছালাকী বাড়ি ও
পোর বাছালাকী বাড়ি ও
পোর বাছালাকী বাড়ি ও
পোর বাছালাকী বাড়ি ও
পোর বাছালাকী বাছালিত বছু
পোরামী বাছিত আর বাছালাক বাছালাকী
কার্টি পারের রাধারনে বিশ্বর দিশ্যা শান্তি
পুরের বিশ্বরা রামা ক্রমন্ত বাছালাকী
কার্টি পারের রাধারনে বিশ্বর দিশ্যা শান্তি
প্রকরে বিশ্বর রামা ক্রমন্ত বাছালাক
বাছালাক বাছালাকী
ব

শোভাষারা তক হয়) ।
শান্তিপুরের অপর একটি
বিশিষ্টা হলো এখনকার বেশে কিছু পোন্না
মাটির অর্থাৎ টেরাকটা কাজের আটচালা মাদির, এমন মাদির সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না / মতনির মাদ মতিগাল-বেজাপান্তা অর্লাচ্চম মতিগাল-বেজাপান্তা অর্লাচ্চম শোল্কার দিকে বাহিন্তি নিপুণ যাতের পোল্কামাটির কার-কাজযুক্ত জলেশ্বর

শিবমন্দির।
শান্তিপুর ওধুমাত্র বৈশ্বন,
তান্ত্রিক এবং হিন্দু ধর্মবন্দী মানুষদের
জন্মেই উলেখযোগ্য স্থান তা নয় এখানে
বেশ কিছু বিখ্যাতজনেদের তৈরি মসজিদ
ও রয়েছে। যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির

আরো বেশ কিছ বিশিষ্ট বাজিদের আরো খেশ । কছু চ্যানত আওরার বাড়িও এই শান্তিপুরে, শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়ায় আদি কবি রামায়ণ রচয়িতা ক্ ত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কবিগানের একজন বাধনদার

সাতু রায় ও পভিত হরিমোহন প্রামাণিক এবং কবি করুণানিধান এর বাড়িও এই শান্তিপুর। অবশেষে বাড়ি ফেরার পথে , এখানকার জনপ্রিয় মিষ্টি নিখুঁতীর স্বাদ এখানকার জনাগ্রয়।মাত । শুরুতার বার আখাদন করতে ভুলবেন না , যা অভু-লনীয় খাদে। আশা করি ,আমার মতোই আপনাদেরও এই ছোট্ট ইতিহাস সমৃদ্ধ



গল্প: এক টুকরো আকাশ

মৌসুমী দাস

আমরা যখন ছোটো থাকি তখন আমানের মনে এক একরকম ইচ্ছে আমানের মনে এক একরকম ইচ্ছে থাকে, বড়ো হয়ে কী হবো সেটা আমরা ঠিক করে ফেলি, কিন্তু বড়ো হওয়ার সাথে সাথে সেই ছোটোবেলায় ঠিক করে রাখা ইচ্ছে টা পাল্টাতে কারো সেই হয়তো বা কারো থাকে, ২য়তো বা কারো লোর লোর একই ইফেইং পেকে যায়, কিন্তু আমরা বেশিরভাগজনই যখন বড়ো হওয়ার সাথে সাথে বুঝতে শিখি, নিজেদেরক জানতে বা চিনতে শিখি, নিজেদের অনুভূতি গুলোর সাথে পরিচিতি বাড়ে, তখন আন্তে আল্লে আমাদের দেই ছোটোবেলার স্বপ্নগুলো, ইচ্ছে গুট পথে বাঁক নেয়। আজ সেটারই একটা উদাহরণ স্বরূপ এই গল্প

গল্পের শুরু এব ন্দ্রের ওর্ন এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মেয়েকে দিয়ে, নাম দীপ্তি। মেজাজী, মুখের উপর সত্যি কথা বলে দেওয়া, এক প্রতিবাদী মেয়ে। কিন্তু যতই সে মেজাজী হোক বাবাকে সে একটু ভয় করেই চলে। তার বাবা খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, পেশায় একজন শিক্ষক। তার এক পেশায় একজন শিক্ষক। তার এক দাদা আছে, নাম দীপন। ছোটোবেল থেকেই দীন্তি দেখে আসছে প্রায়ই ওর বাবা ওর দাদাকে বকা দেন এবং মাবে মাঝে তো গায়ে হাত তুলতেও পিছপ হন না। ওর মা কোনোদিন আটকাতেও ইন না। ওর মা কোনোদন আচকাতেও যায় না। মাকে ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছে দীপ্তি খুব শান্ত চুপচাপ ধরনের একজন মানুষ। সারাদিন ধরনের একজন মানুষ। সারাদিন চুপচাপ নিজের কর্তব্য পালন করে যান খুব কম কথা বলেন। ছোটোবেলায় যখন দীঙি দেখতো ওর বাবা ওর দাদাকে খুব মারধর করছে, দীঙির খুব রাগ হতো তার বাবার উপর, তার মন্তের্ একটাই প্রশ্ন জাগতো - কী এমন ভুল করেছে দাদা? তার দাদা । দজ্জ মতো পোশাক পরে একটু সাজগোভ করেছে। তার জন্য বাবা এতো কেন বকছেন দাদাকে? আর মা ও কেন কিছু



বলছে না বাবাকে? ছোটোবেলা থেকেই নাদাকে পরিবারের সবাই হেয় করে কেন সবসময় দাদাকে সবাই দূরে সরিয়ে দেয়, দাদার কী সমস্যা আছে? সরিয়ে দেয়, দাদার কা সক্রা আছে; কোনো অসুখ আছে? আগ্রীয় স্বজনরা বলতো ওর দাদা পাগল। কিন্তু বড়ো হওয়ার সাথে সাথে দীপ্তি বুঝতে পারলো, আসলে সমস্যাটা তার দাদার মধ্যে নেই, যারা ওর দাদাকে পাগ বলে, সমস্যাটা তাদের চিন্তাভাবনায় অসুখটা সেখানেই। হ্যাঁ দীপন শারীরিক ভাবে ছেলে হলেও, তার মন একট মেরের। আর সে একটা মেরের মতে করে বাঁচতে চায়। সে চায় গুছিয়ে শাঙি পড়ে সন্দর করে সাজতে। আর এট অসখ না। ছোটোবেলায় যখন বিশ্বন বিশ্বন বিজ্ঞানিক প্রধান্য দিয়ে, তার বোনের ফ্রক পড়ে নিজের মতো সাজতো, তার বাবা তাকে মারধর করতেন। একটা ছেলে হয়ে কেন সে মেয়েদের পোশাক পড়ে মেয়েদের মতে সাজবে? এটাই ছিল তার বাবার কাছে সবপেকে বড়ো অপরাধ। দীপ্তি বড়ো হওয়ার পর নিজের কাছে একটা প্রশ্ন করতো বারবার, বাবা একজন শিক্ষক হয়েও কেন এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন না? এটা তো খুব স্বাভাবিক

সেইরকমই এক সন্ধা সেহরকমই এক সন্ধা বেলা দীপন তার নিজের ঘরে মারের একটা শাড়ি পড়ে সাজছিল। আজ তার কলেজের অনুষ্ঠানে সে এভাবেই সেজে যাবে। আর কতদিন সে নিজেকে আটকে রাখবে ? ছোটোবেলা থেকেই বাবা মারধর করে এসেছেন, কোনোদিন তার একটা কথা শুনতে চান নি, মা কে সে বলেছিল, মা বলেছিল কাউকে বলিস না এসব। কেন সে বলবে না? কেন সে তার ইচ্ছে টাকে সবার সামনে বলতে পারবে না। এই বাড়িতে একমাত্র তার বোনই তাকে বোঝে, বাবা যখন তাকে মারতে আসে বোন বাঁধা দেয়। বোন সবসময় তাকে সাপোর্ট করে। বো বলে. তই তোর ইচ্ছে মতো বাঁচবি আজ বোনের জন্যই সে সাহস পেয়েছে নিজেকে একদম নিজের মতো সবার সামনে প্রকাশ করার। ঘর থেবে বেরানের আগে সে একবার নিজেকে আয়নায় দেখে নিল, বেশ মানিয়েছে তাকে মায়ের এই শাড়ি টাতে। বোন বলে শাড়ি পড়লে নাকি আমাকে ওর

থেকেও সুন্দর দেখায়, খুব মিষ্টি লাগে দেখতে। পাগলি একটা। দরজা খুলে দেবতো শাশাল অবলো দয়জা বুল বাইরে বেরতোই বাবা তেড়ে এলেন একি তুই আবার সেই পাগলামে শুরু করছিস। ছোটোবেলা থেবে এতো শাসন করলাম, এতো মারধর করলাম তাও তোর শিক্ষা হলো না। এই পোশাকে বাইরে বেরোলে সমাজে আমরা মুখ দেখাবো কী করে? সমাজে একটা সম্মান আছে আমাদের। দীপন বাবা। এই কথা ভনে বাবা দীপন বে আবার মারধর করতে শুরু করণেন আওয়াজ শুনে পাশের ঘর থেকে দীপ্তি বেরিয়ে এলো। একি করছো বাবা এতো বড়ো একটা ছেলের গায়ে তুমি হাত তুলছো। কী বলছে শোন তোর দাদা, ও নাকি এভাবে বাঁচতে চায়।
এইদাৰ সৰাই জানতে পারলে সমাজে
আমার মুখ নেগাবো কী করে; দীজি
কললে, কোন সমাজের কথা বলতে
বাবা? যে সমাজ একটা মানুমতে
নিজের মতো করে বাঁচতে দের না।
তার বাঁহা কথা বলতে
লাকের মতো করে বাঁচতে দের না।
তার বেঁচে ভাবের ভাবের বাঁচতে দের না।
তার বেঁচে ভাবের ভাবের ভাবের মানুমতে
নিজের মতো করে বাঁচারকরে করা বলার
করে সেই সমাজের করা বালা ভাইল
ভ্রমান বার্কা ছুমিও করের না। বার্কা
করিব ভাবের ভাবের ভাবের ভার ভারের
না, আর বাবা ছুমিও করের না।
তার বাবা ছুমিও করের না।
তার বাবা ভূমিত ভাবের লা
ভাইছে। দাদার মতো মানুমরা তো
আমাদের বাছে বেশি কিছু চাইলি।
করু চেরার আলালা, হোলাল
ভাবি চারের করের করের বালা
ভাবি চারের করের করের বালা
ভাবি করের করের বালা
ভাবি করের
ভাবি করের বালা
ভাবি করের বালা
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাবি করের
ভাব

Student's takeaway P: As a young mother, it must have been tough for you to

attend the classes. How chal-lenging was it and what kind of support did you receive from the university?

Debkanya: I would say that I have received 200% support from my department, my faculty. Having a department that is so friendly and supportive turned out to be a blessing. Arnab Basu Sir. Burosiya Sir. who was the HOD at the be ginning and Indranil Sir, helped me a lot. I am thankful to the

P: How challenging was it for you to be a student again after so many years?

Debkanya: When I joined this course. I was doing a full-time job at that time and I was working in a very reputed organisation with a number of responsibilities. I left my job to pursue this course as this subject is my passion. I am a positive thinke and I believe that if I am eligible then opportunities are ample. The only problem I faced was about the location as I stayed at South 24-Parganas and the university is situated in North 24-Parganas. Initially, Once I left



to continue my studies and pro-vided a platform to work there as an intern. P: How was your experience

my job, it became easier for me.

Our Chancellor Sir allowed me

worked there as an intern

as an intern?

in two phases. Before lockdown, I was working under the IQAC, where I had to prepare all the course diaries, follow ing the protocols of UGC and NAAC. There I learned a lot and enjoyed it a lot too. My colleagues, again my members were helpful during my internship days also. And after lockdown, and in the 3rd semester, we had a chapter on internship. Our former HOD. Buroshiva Sir, along with Arn ab Sir, had a talk with Chancellor Sir, Registrar Ma'am and the management and provided

me another internship with Brainware University. I was working in my department. It was a great experience.

P: After two years, 4 semesters so many days working as an intern, what is your takeaway? And what are your tips for juniors who are thinking abo taking up this course?

me a lot. He has always encouraged us and said "we

For the juniors, I want to say that mass communication is indeed a vast field. Whether it is the freelancing mode or be-ing an employee, whatever you want to do, do it. The guidance that I received from my faculty and my university is priceless and very rare to find. Brainware University is just like my sec-



After the rain. Picture by Debolina Ghorai



Observatory Hill Point, Darjelling. Picture by Moupiya Maity



Let there be light. Picture by Rahul Mondal



Someone's chaiwala. Picture by Kaustav Deb

Rhea set to return to silver screen



A poster of the upcoming movie, Chehre

Moupiya Maity

We are going to see Rhea Chakraborty, the main ac-cused in Sushaut Singh Rajput's death case, in the same picture with Amitabh Bachchan and Emrasn Hashmi in Chehre. Rhea will be seen playing an im-portant role in this movie which will release on Au-

Covid-19 did not make it possible. The trailer was released earlier. The trailer

released eather. The trailer was wrapped in suspense. But Rhea's presence is only a few seconds. Di-rector Rumi Jaffery and producer Anand Pandit explained why Rhea's presence is minimal. Pandit said, "I have full

gust 27. support for Rhea. I am by
The film was supposed her side. Rhea is a very though she got a place to be released on April 9. important part of Chehre. I

But the second wave of am glad that Rhea was not Covid-19 did not make it left out for the promotion possible. The trailer was of the film."

On the other hand, Jaffery said that Rhea should have been included in the last part of the promotion from the very beginning. "We can't prolong the

e of Ri

onds, she was not seen in the teaser and film poster. Pandit had earlier said in this context that they have decided not to comment on Rhea at the moment.

"We will answer ques-tions related to her at the right time. At the moment I can't say anything more. After all the criticism, Rhea Chakraborty is fi-nally coming back. A new

টোকিয়ো অলিম্পিকে রুপোজয়ী চানুর আরো এক স্বপ্ন পুরণ হল



টুইটারে পোস্ট করা সেই চানুর ছবি, ভাইজানের সঙ্গে

নেহা মালা

চানুর আরো এক হল।

জনা জীহণ খুশি হয়েছি জংশাজরী নীরাবাই চানু। দেখা করে বেশ ভালো নাগন। ভবিহতের জনা ভডেঞা

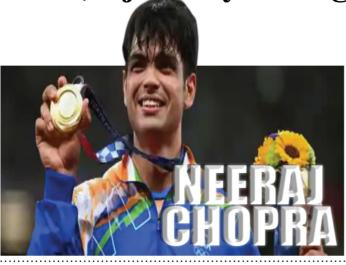
ধুশির বাসি।
সালমানের (
বিপোঠি ভরে চানু
সারংখা ধনাবাস :
সারঃ আনি আপনা
ভক্ত। এটি আমার খ
আরো একটি সর পুর



@mirabai_chanu .. lovely meeting with u ... best wishes always!

Thank you so much @BeingSalmanKhan sir. I am a big fan of you and it was like a dream come true for me.

2021, a journey unforgettable: Neeraj Chopra



On 5 March 2021, Neeraj Chopr with a throw of 88.07 m, which ranked him third-best interna-tionally which marked the beginning of an exciting year ahead

for the 23 years old athlete.

Owing to the pandemic. Chopra's visa application to travel to Sweden for training was rejected. After weeks of attempting to secure a visa, which Chopra described as frustrating, he was cleared to travel to Europe with his coach following the tervention of the Ministry of Youth Affairs and Sports and the Ministry of External Affairs. He a mandatory quarantine period before travelling to Portugal for the Meeting Cidade de Lisboa. He opened his international season of 2021 there with a throw of 83.18 meters, which earned him a gold medal. Chopra remained

travelling to Uppsala, Sweden with his coach for further training.He went on to compete in the Karlstad Meet in Sweden on 22 June, where he achieved a gold with a sub-par throw of 80.96 m. before winning a bronze in the Kuortane Games in Finland de-spite achieving a throw of 86.79 m. He attributed his reduced ance in Finland to a tendency to throw higher than he wanted, along with having to use a different javelin as his own was unavailable. Following the Kuortane Games, Chopra travelled to Lucerne to compete in the Spitzen Leichtathletik Luzern, but decided to withdraw due to fatigue. He attempted to secure a visa for the United Kingdom to enter the Diamond League at Gateshead on 13 July, but faced difficulties due to the pandemic and instead continued training and honing his technique in Up-

for Tokyo Olympic, Neeraj Chopra was training under his German coach Uwe Hohn, biomechanics expert Doctor Klaus Bartonietz and physiotherapist Ishaan Marwaha. During 2018 - 2019 Hohn improved Neeraj's throwing technique, which earli-er was "wild" according to Hohn.

On 4 August 2021, Neeraj made his debut at the Olympics, representing India at the 2020 Summer Olympics in Japan National Stadium. He was placed in Group A. Despite the effects of jet lag since flying to Tokyo from Sweden on 26 July and a disrupted sleep schedule due to regular dope-control testing, Chopra topped his group and qualified for the final with a throw of 86.65 meters.

As a result, Chopra

won the gold medal in the final on 7 August with a throw of 87.58 m in his second attempt, becoming the first Indian Olympian to win

first post-independence Indian Olympic medalist in athletics.

Chopra's medal gave the Indian Olympics contingent a final total of seven medals, sur-passing India's previous best performance of six medals earned at the 2012 London Olympics. As a result of his performance in Tokyo, Chopra became the second-ranked athlete internationally in the men's javelin throw, per the World Athletics rankings for the discipline

Chopra also became the second Indian to win an individual Olympic gold medal after Abhinav Bindra, who won the gold medal in men's 10 m air rifle in the 2008 Summer Olympics. He dedicated his win to sprinters Milkha Singh and P. T. Usha, both former Olympians from India. According to some historians Neeraj Chopra is the first Olympic medalist in track and field for India.

Time to support the Paralympians

Tokyo Paralympics 2020: Largest team will participate from India's side

After the end of the Olympic Games, the Paralympics Games are going to be held in Tokyo, the capital of Japan. A 54-mem ber Indian contingent for the Tokyo Paralympic Games was giv-en a virtual send-off last week by Union Minister for youth affairs and sports Anurag Thakur. There are 21 venues set for the Paralympic Games, which will host 539 events across 22 disci-

Para athletes from India, like Devendra Jhajharia, Mariyappan Thangavelu and Manish Narwal will be contenders for medals in this event of the Games. Like in the Tokyo Olympics, India's largest con-tingent will participate in the Tokyo 2020 Paralympic Games. This time 54 para-athletes from India will present their challenge in nine disciplines. At the 2016 Rio Paralympic Games, India sent 19 athletes for five events. India won two gold, a silver, and one bronze at the 2016 Rio Paralympics. Devendra Jhaiharia of Rajasthan won the gold medal in the javelin throw and Mariyannan Thangayelu in the men's high jump. The athletes were addressed and sent best wishes by Thakur via a video message."India is sending its largest-ever contingent to the Paralympic Games in Tokyo, 54



This is the time to support the **Paralympians**



The passion of our para-athletes shows their phe-nomenal human spirit. Remember that when you play for India you will have a 130 crore Indians cheering for you! I am extremely confident that our para-athletes will give their optimum best! Prime Minister Narendra Modi had met our Rio

interest for the welfare of our athletes and focused the government's approach on nurturing talent along with development of sports Infrastructure across the country. Here's wishing them the very best," said Thakur

G.K. Reddy said, "Blessings of the whole nation are with the should fly high again in Tokyo.
It is dream of every player to do good at international level and make the country proud and we firmly believes that Paralympic athletes will fulfil this dream."

the lower middle order to claim four four 52 runs, while Isham took two vital wickets.

K.L. Rahul was amed the player of the match for his first in-match for his first inathletes will fulfil this dream."

The Union minister also added that the government has always supported sportspersons and India is once again hoping for a Lord gold medal from both these ath-letes.

India defeat England at Lord's, all credit to the bowlers

Arghyadeep Roy with media inputs

The fifth day of the 2nd LV Insurance Test was one of the most intense of 207-year history of Lord's cricket ground. Over 25,800 spectators were present on the day

India celebrates

Team India celebrates after the win

Having set England a challenging target of 272 runs on the board with Mohammad Shami (56 not out) and Jasprit Bumout) and Jasprit Bumrah (34 not out) adding the huge unbeaten partnership of 89 runs for the ninth wicket, India bowled out the hosts for 120 runs to seal a great victory and take a 1-0 lead on five match test series

test series.

Bumrah was great, Shami and Siraj bowled exceptionally well for India. England skipper Joe Root was out after tea for a top score of 33 runs. Siraj tore through

match for his first in-nings century with 129 runs. This is the third test victory for India at Lord's. For England, both home openers

Haseeb Hameed was dropped in the slips on four and played till he was LBW to Ishant Sharma. The new batshama Jonny Bairstow was out on just two runs (also LBW to Ishant). Root fell for just 33 and England, who were 67 for 4 at tea, became 67 for 5 when Bumrah angled the ball and Kohli made no mistake this time at first slip.

Virat Kohli's catch sent back Hameed

catch sent back Root Lord's Buttler was
dropped on 2
runs by Kohli
off Bumrah. But
at the other end,
Siraj struck twice,
the vital wickets in
successive balls to beat
Moeen Ali and Sam
Curran on duck.
The new batsman, Ollie Robinson,
had been taking a break
from all forms of cricket due to mental health Buttler

et due to mental health issues and all- rounder issues and all-rounder Chris Woakes nursed a heel injury. He played 35 balls, and was LBW in a review to Bumrah, who finished with magnificent figures of 3 for

33 in 15 overs. Robinson's exit Robinson's exit started the collapse that saw England lose their last three wickets in quick succession, with Buttler caught behind before Anderson fell.

doing many variations on the ball.
The last batsman, Anderson, lost his offstump and the Indian celebrations
started at Lord's
after this great
victory ever. BYJU'S **Jasprit Bumrah**

Robert strikes as Bayern Munich draw at Bundesliga season opener



as defending champions Bayern Munich were held to a 1-1 draw at Borussia Moenchengladbach in a hard-fought opening game of the new Bundesliga season on Friday at Brentford community stadium.

Gladbach deservedly took the lead when French strik-

er Alassane Plea fired past Bay-ern goal keeper Manuel Neuer with just 10 minutes gone. Le-wandowski levelled just before the break from a corner, but both sides wasted second-half

chances to grab the winner.
Only superb saves from home g o a l -keeper Yan Sommer repeatedly denied Lewandowski and the Bayern attack. At the other end, Gladbach substitute forward Marcus Thuram failed to con-nect and later saw his appeals for his clear penalty waved away by the referee

"It wasn't a perfect football from dowski later said. "We us," Lewandowski later said. "We made a lot of mistakes but the first game is over, now we can look ahead." There were fire-works from us in the first half of the game", Gladbach captain

Bayern's new head coach Julian Nagelsmann is still waiting for his first victory after three defeats and a draw in pres-season friendlies. The Julian Nayern old is still under pressure to deliver a 10th straight Bundesliga tilt for Bayern in his first season.

Saint-Germain or head in probably did the best business in the current substincts values for his football stars, out of which four of them were free agents. Just days after securing the historic signing

PSG in talks to bring in the best 2



of Lionel Messi, Paris Saint-Germain is already eyeing its next big tar-

According to the Spanish sports newspa-per Diario AS, officials at the French megaclub are now looking to bring Messi's great adversary, Cristiano Ronaldo, to

AS' Tomás Ron-cero reported that PSG wants Ronaldo to re-place the forward Kylian Mbappe, who is expect-ed to join Real Madrid next summer when his contract at Le Parc des Princes comes to an end. With the conaldo will also to leave Juventus next has long been the dream of PSG chairman Nasser Al-Khelaifi - one that is now closer than ever to coming true after the signing of Messi.